বনবিবি ঃ একুশ শতক

বনময়ুর তুলেছে পেখম যেন সমুদ্রের নীল ঢেউ দেখে
এইখানে পলিমাটি সাগরের দেশে সাজিয়েছি সবুজ জঙ্গল
চারিদিকে বাদাবন ভরেছে সোনার ধানে - সব বুঝি বৃথা যায়
বিশ্বায়ন মোহিনী তণ্ডুলে বাজার সাজানো -- গোলাতে পচবে
ধান
ধনা মৌলে আসবে না মধু নিতে আর মহল করতে এই বনে।
সারা শীত আমার সন্তান পাবে না খাড়ির মুখে রূপালি ফসল
সমুদ্র ঘিরেছে এসে বিদেশী ট্রলার;
তাহাদের লোল জিহ্বা থেকে দক্ষিণ রায় তোর বাঘ সামলা
তাকেও পেটেন্টে যদি করে কেউ
আঠারো ভাটির দেশে শোন দুখে, বনবিবি আর ত্রাণকর্ত্রী নয়
এবার শুকিয়ে মরবি, শ্বেত আগ্রাসন যদি না ঠেকাতে পারিস
নিখুঁত সড়কির ঘায়ে, শোন বাছা, শত্রু মারবি এফোঁড় - ওফোঁড়।

অপার্থিব

একা একা নির্জন সৈকত ধরে অনেক দূরেই সে তো গিয়েছিল চলে
যেখানে হাওয়ার শব্দ জীবনের কোন ভাষ্য রচনা করলেও তার
স্বরলিপি কখনো ওঠে না বেজে কর্মময় পৃথিবীর ব্যস্ত ঐকতানে
কেন তবে বিকেলের রোদের মতন পৃথিবীর কথা ভুলে অত দূরে একা
তরঙ্গের বিবিক্ত গর্জন যত দূরে মনে হয় বিষণ্ণ গানের সুরে
পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন কলরোল দূরতর পৃথিবীর বেলাভূমি থেকে।

একটি একটি করে বালুকণা ছুঁয়ে সে কি খুঁজেছিল বাইশ বছর
কত মাস কত দিন দন্ডপল অনুপল সময়ের স্বর্ণিল দর্পণে
বিম্বিত রেখায়; অচেনা মানবী যেন সংগোপনে পদ্মের পেটিকা খুলে
একটি একটি করে দেখেছিল যদি পায় অলৌকিক সেই অঙ্গুরীয়!
সোনার বর্ণিকা দিয়ে অস্তসূর্য এঁকেছিল মুখ; পৃথিবীর নারী সে কি
যখন বলেছি ডেকে 'আমাকে নিলে না সাথে?' হাসি তার বিমূর্ত ত্তের
সে

নিতান্তই সাধারণ গৃহিণী সে, স্বপ্ন - টপ্ন বিশেষ বোঝে না
সারাক্ষণ ঘরকন্না --- সে তৃপ্ত সম্রাজ্ঞী এক সীমিত সংসারে
প্রত্যহের টুকিটাকি বেঁধে নিয়ে অকিঞ্চন শাড়ির আঁচলে
সম্পূর্ণ জগৎ তার দুঃখ - সুখে অসামান্য দিগন্ত খোঁজে না।

মাঝে মাঝে তবু তার আটপৌরে চালচিত্রে অচিন আকাশ
তখন বুকের মধ্যে সবুজ পেখম তুলে দাঁড়ায় ময়ূর
সোনার কাঠির স্পর্শে স্বপ্নময় হলুদের ছোপ - ধরা শাড়ি
মেঘের আবহ চুলে -- নিজেই সে কবিতার মুগ্ধ প্রতিভাস।

অজানা আকাশ ছুঁয়ে তখন সে অপরূপ অজন্তার নারী!

রমেশ পুরকায়স্থ